দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ .. 0.8 JUN 1993
পৃষ্ঠা... ৫ ......কলাম ৩... ...

শিক্ষাঙ্গন

ইংরেজী শিক্ষা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড কথাটা অতি পুরাতন বলে মনে হলেও বর্তমান যুগ আর বাস্তব জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ শিক্ষা ছাড়া কোন জাতিই উন্নতির শিখরে পৌছতে পারে না। যে জাতি যত শিক্ষিত, সে জাতি তত উন্নত, এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের দেশে শিক্ষার হার এমনিতেই কম, তার উপর শিক্ষার মান অনেক নীচে। যাদের সামর্থ্য আছে, তারা ছেলে-মেয়েদের দেশের বাইরে রেখে লেখাপড়া করায় ভাল শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য। আমাদের দেশ এমনিতেই গরীব। তার উপর শিক্ষা অঙ্গনে বছরের পর বছর সন্ত্রাস-নৈরাজ্য চলছে। আর সেশন জটের মত পুরাতন রোগটা এখনো অপরিবর্তিত রয়েছে শিক্ষা অঙ্গনে এবং বছরের পর বছর এ সমস্যা বাড়ছেই। সব দেশেই সাধারণ শিক্ষার সাথে ইংরেজী ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে ইংরেজীকে জ্ঞান উপযোগী করে তোলে, কারণ বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ইংরেজী ভাষা। আমাদের দেশে ছাত্র-ছাত্রীরা ডিগ্রী পাস করে, এমনকি মাস্টার শেষ করেও ভাল ইংরেজী বলতে পারে না। যার জন্য বহির্বিশ্বে চাকুরীর ক্ষেত্রে দারুণভাবে মার খাচ্ছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় আমরা এখনো অনেক পিছনে পড়ে আছি, যার প্রমাণ মেলে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন চাকুরীর ক্ষেত্রে। সরকারী বা বেসরকারী অফিসগুলোতে বাংলাদেশের লোক নেই বললেই চলে। এখানে ভারত আর পাকিস্তানের প্রভাব বেশী, ঐ একই মাত্র কারণ বাংলাদেশীরা ইংরেজীতে অদক্ষ। অভিজ্ঞতা যদি কমও থাকে, তবে যোগ্যতার উপর ভর করে যে কোন ক্ষেত্রে পার হওয়া যায়। বহির্বিশ্বে কোন দেশে আসলেই অনুভব করা যায় ইংরেজীর গুরুত্ব কতটুকু।

সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী জমির উদ্দীন সরকারের সভাপতিত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে প্রাথমিক স্তর থেকে ডিগ্রী পর্যায় পর্যন্ত ইংরেজী চালু করা এবং জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই সিদ্ধান্তকে সচেতনতার সাথে যুগোপযোগী বলেই মনে করি। প্রাথমিক স্তর থেকে যদি ইংরেজীকে গুরুত্ব দেয়া হয় সেই সাথে বিদ্যারীতির পরিচর্যায় সকল ছাত্র-ছাত্রীকে আধুনিক উপায়ে ইংরেজী পাঠ্যক্রম তৈরী ও সহজ-সরল ইংরেজী ভাষা শেখা এবং কথা বলার পদ্ধতিগত কৌশল অবলম্বন করা যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে এটা এক মহান পদক্ষেপ বলেই পরিগণিত হবে।

—MD. ZAHIRUL ISLAM (BABU),
FURSAN TRAYEL,
P.O. BOX-540,
KHAMIS MUSHAYT,
K.S.A.

প্রসঙ্গ ঃ বৃত্তি

আমরা জানি যে, সরকার শুধু মেধাবী ছাত্রদেরকে উৎসাহ দানই নয়; বরং ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে থাকেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমানে যে সকল ছাত্র বৃত্তি পাচ্ছে, তারা অনেকে আদৌ কোন টাকা পাচ্ছে না। শুনলাম সরকার বাজেট ফেলের কারণে বৃত্তির টাকা নিয়মিত দিচ্ছে না। সরকারের এহেন কর্মকাণ্ড সত্যিই লজ্জাকর। একদিকে জনগণকে শিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ বাজেট দেখাচ্ছেন আর অন্যদিকে বৃত্তির টাকা দিচ্ছেন না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এরূপ কর্মকাণ্ডে মনে হচ্ছে— "গাছও কাটবো আর গোড়ায় পানি ঢালবো।"

এ ধরনের নীতি পরিহার করে অবিলম্বে এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রীর নিকট দাবী জানাচ্ছি।

—মোঃ আশরাফ উদ্দিন,
কবি নজরুল সরকারী কলেজ, ঢাকা।

কোন্‌টি সঠিক উত্তর

এবার রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষার বাংলা ১ম পত্রে একটি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন এসেছে 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি কোন্ কাব্য হতে নেয়া হয়েছে? (ক) নম্বরে আছে রৌদ্র করোটি, (খ) শামসুর রহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা, (গ) বিধ্বস্ত নিলীমা ও (ঘ) বন্দী শিবির-এর উত্তরে কোন কোন টেকস্ট বুক বোর্ডের বইয়ে (খ) শামসুর রহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা আবার কোন টেকস্ট বুক বোর্ডের বইয়ে (ঘ) বন্দী শিবির রয়েছে। কিন্তু বোর্ড থেকে (ঘ) বন্দী শিবির সংশোধন করে দিয়েছে। এর ফলে যারা (খ) শামসুর রহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা দিয়েছে তারা কি নম্বর পাবে না?

তাই যথাযথ কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষক মহলের নিকট আবেদন তাঁরা যেন বিষয়টি বিবেচনা করে দেখেন এবং সঠিক উত্তর প্রদানকারীদের নম্বর থেকে বঞ্চিত না করেন। —মোঃ আমিনুল ইসলাম,
হরিয়ান বাজার, রাজশাহী।